তুমি গান হও, শুনি

তুমি গান হও, শুনি

কায়েস মাহমুদ

গ্রন্থিক প্রকাশন

উ ৎ স র্গ

শহীদ বিপুল চাকমাকে
যার মৃত্যু পাহাড়ের মতো ভারী

সূচিপত্র

Farewell Mondaine ৭
মাধ্বী, গান হয়ে এসো ৮
আশ্বিন ১৪৩০ ১০
ঝরা পাতার কালে ১২
জাহাজ বন্দর ছেড়ে গেছে ১৩
সুলতানা তৃষা ১৪
আত্মপরিচয় ১৫
আত্মহত্যাঃ এক জলজ পুরাণ ১৬
বরঞ্চ সত্য হই ১৭
বৃক্ষের গোড়ায় সমর্পিত জীবন ১৮
শরতকালীন গান ১৯
গড চাইল্ড এর প্রতি ২০
অরণ্য গহীন প্রাণ ২১
আ ক্লিন সুইসাইড ইন ক্যাপিটালিজম ২২
ড্রিম সিকুয়েন্স ২৪
কবি ২৬
ভালোবাসা ২৭
মধু চাষ ২৮
কুকুর ২৯
জৈষ্ঠ্যরাতের ডায়েরি ৩০
মাটি ৩১
বর্ষা ৩২
ফসল নির্বাচন ৩৩
কলকাতা, আগস্ট ৩৪
প্রেম ৩৫
বৃষ্টি তোমারে গ্লুমি লাগে না ৩৬
প্রাচীন স্থিরচিত্রের মতো তোমার মুখ ৩৭
প্রসূন ৩৮
মুসাফির ৩৯
হ্যাংওভারে ৪০
বছর দশেক পর ৪১
তোমাকে বলা হয় নি ৪২
ডোপামিন ৪৩
জেনারেল কে লেখা চিঠি ৪৪
রেইনি ডে তে ৪৬
tevat noah ৪৯
নব্য সাম্রাজ্যবাদের যুগে, হে প্রিয়তমা ৫০
কুন ফায়াকুন ৫২
মোনাজাত ৫৩
কিয়ামতের আগে তুমি আমার
সিথানে আইসো ৫৪
উদ ৫৫
আজ রাতে আমি লিখতে পারি, ৫৬
দুঃখিততম কবিতা ৫৬
আবু লাহাবের মতো ক্ষত ৫৭
adios, amor, adios ৫৮
ভুলে থাকা প্রেমিকার প্রতি ৬০
প্রাণহীন প্রান্তরে ৬২
লুসাই পাহাড় ৬৪
পুষ্প চ্যুত সৌরভে ৬৫
বসন্তের পর ৬৬

Farewell Mondaine

Scoot over,
Goodbye beautiful. Slightly
Slit open rucksack, gently,
Look inside. Like the lunar tide,
There's a sea left for the shore.
And, that's how,
My docket of love left you.

November 17, 2023
Mohammadpur, Dhaka.

মাধ্বী, গান হয়ে এসো

কিছু সবুজ জমে থাকুক গাঢ় কোনো শীতে।
ক্রমশ পাতার পঙ্কল রঙ ধীর হাতে মুছে–
বৃষ্টি, তুমি নেমে আসো অচল যানের শহরে
ধুলো ঝেড়ে। মাধ্বী, এসো শিউলি কুড়োই
রক্তিম ভোরে। রৌদ্র ঝিলমিল,
আকাশের নেই কোন প্রকৃত পলিস্তারা।
বাতাস বয়, ধানের ঘ্রাণ আনে দুপুর আলোচ্ছটা।
দেখি ঝরে পড়া পাতাদের পাশে,
উনুনের বিলম্বিত আঁচে
জ্বাল করা; মাছ-ক্লান্তি-শৃঙ্গার, আনাজপাতি।
বিরহ ফিরে এলে, জানি প্রেমে সুখি
হয় মানুষ। পুনরায় গর্ভবাস পেলে,
বিষণ্ণ বৃক্ষের মতো আবারও মাখামাখি
হলে, ডুবে যাবো–আকণ্ঠ স্মৃতির স্মরণে।

ল্যাম্পপোস্টে এসে বসে ছোট্ট এক শালিক,
চোখের ভেতর ইঁদুর সেজে রয়েছে এ কোন নাবিক?

গান হও,
শুনি,
হাসপাতালে যেমন ভীড় করে থাকে উৎকণ্ঠায়, রোগিনী।
বাতাস বয়, পাল তুলে চলে যায় মাঝবয়েসী নৌকা।
রৌদ্র ঝিলমিল জল পান করে সূর্যের শব, সুধা।
তেমনই নদীর কাছে, পল্লবিত ঝাউয়ের বনে
প্রকৃত সুবাসে, তুমি গান হও, শুনি।

সুখের কাছাকাছি তবু দূর হতে
জানি–
পরাগায়ন খুন করে যায় সমস্ত শীতের ফুল।
গাছেদের মর্মরে গাঁথে, মৌমাছির আনন্দ প্রসারি হুল।

আশ্বিন ১৪৩০

কবিতা হতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত অর্গাজমের মতো,
তোমাদের ওসব ক্যালকুলেটিভ রিস্কে আগামাথা গণিতে–
কবিতা লেখা যায় নাকি?
পলিটিক্সের কথা বলছি না, রোগ আমার সেরে গেছে।
আজ বিকেলেই বাড়ি ফিরে যাবো।
এসব কমপ্লিকেটেড আলাপে চুপ থাকাই শ্রেয়।
বলতে গেলে... বলতে গেলে বলে ফেলতে হয় বেশ কিছু
আন্ডারগ্রাউন্ড শব্দ।
আমি ওসব বলতে চাই না, আমি তো কবি; রাজনীতিবিদ নই।
নেহাৎ কিছু বন্ধু ছিলো একসময়।

পলিটিক্সের কথা বলছি না, একদিন আমরা সুন্দর সময়ের কথা
বলতাম।
ভাবতাম সর্বোচ্চ রক্ত আর খুনের পরেই আসবে শান্তি।
তারপর, পার্টির ডাকে আন্ডারগ্রাউন্ড হলো নিতাই।
চূড়ান্ত কবিতা লিখছে, যদিও যোগাযোগ নেই।
শীতকালে আমি প্রেমে পড়ে গেলাম।
শীতকাল শেষে একদিন চলে গেল প্রেমিকা, স্যরি–
প্রাক্তন প্রেমিকা।

পলিটিক্সের কথা বলছি না, উপর্যুপরি বিষাদে মনে হচ্ছিলো,
কমরেড "এক্স" এর কথা-
এইসব শ্রেণিশত্রু মেয়েদের সাথে নাকি প্রেম হয় না।
ফের একটা শীতকাল ঘুরে আসতে অবশ্য ভুলে গেছি ওসব।
যদিও এখন জানি, শীতকাল মূলত ঘুমিয়ে থাকার সময়।

উদ্বৃত্ত উৎপাদনের মোহে ওরা কেড়ে নিয়েছে শীতনিদ্রা।
দীর্ঘ ঘুমহীন চোখ জানিয়েছে, পুঁজিবাদ মূলত শুয়োরের বাচ্চার
অর্থনীতি।

কেউ কী রয়ে গেছো এখনো কোথাও?
খুনটা হতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত অর্গাজমের মতো।
তোমাদের ওসব ক্যালকুলেটিভ রিস্কে আগামাথা গণিতে–
কবিতা লেখা যায় নাকি?
পলিটিক্সের কথা বলছি না, কেবল–
দীর্ঘ শীতনিদ্রা শেষে, এই শীতে আবারো প্রেমে পড়ার পার্টিতে কচি
শুয়োরের মাংস খেতে চেয়েছি ডিনারে।

নিতান্তই ভোর এখন।
মিষ্টি কুমড়ো আর ডিম ভাজার সাথে লাল রুটি চিবুতে চিবুতে,
গুণগুণ করছিলাম " সে বুঝি শুয়ে আছে চৈত্রের হলুদ বিকেলে।"
শীতের শেষে প্রেমিকা স্যরি, প্রাক্তন প্রেমিকার একদিন সঙ্গে
গাওয়ার কথা ছিলো।
অথচ, গ্রীষ্মকাল অবধি আমার একটাও প্রেম টেকেনি।
ঘুমিয়ে থাকবো,
কফিতে প্রচুর ক্যাফেইন,
আজকাল তাই লেবু চিপে গ্রিন টি খাই।
মিথ্যে বললাম, আদতে শরীর ভর্তি রোগ।
শরীরের কি-বা দোষ আর?
কম তো হেস্তনেস্ত করিনি তাকে।
ওসব ক্যালকুলেটিভ গণিতে–কবিতা লেখা যায় নাকি?
এখন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে রোজ গুনতে থাকি আঙুলে,
মাঝে মাঝে ডাক্তারকে ডেকে হিসেব মেলাই–
"তারপর ডাক্তার, আজ ক'জন গেলো ডেঙ্গুতে?"

ঝরা পাতার কালে

যেতে চাই নদীর কাছে।
ছুঁয়ে থাকতে চাই গাছ।
ডেকে উঠলে পাখি, দেখতে চাই ভোর।
আঁধার থেকে ক্রমশ আলো ফুটে আসুক।
আলো নেমে আসুক এই নগর পেরিয়ে কোন ফলবতী বৃক্ষের
বাকলে।
বৃক্ষ শাখায় দাঁড়িয়ে আমি দেখে যাবো নদী পাড়ের ঘ্রাণমাখা ঢেউ।
আর মেঠো ফুল পেরিয়ে এক যুবতীর শীতকালীন কার্ডিগান।
আলমারীতে তুলে রাখার পর কোন দুপুরের আলস্যে বেরিয়ে পড়া
'ফিরে এসো চাকা'।
আমি দেখে যেতে চাই আমার আমৃত্যু শৈশব।
বুনোয়েলের সিনেমা, মার্ক নফলারের গিটারের সুর।
গেরুয়ার বাঁশঝাড় আর, ফুলার রোডে ঝিমিয়ে পড়া সন্ধ্যা।
আরেকবার পাবলোর সাথে দেখা করতে ইচ্ছা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রিয় বন্ধু ছিলো পাবলো, একটা কুকুর।
দেখা হলে স্মৃতির কারাগার থেকে বেরিয়ে চলে যাবো জীবিত রাস্তায়
রাস্তায়-
কড়া নেড়ে প্রতিটি ঘরের দরজায়, বলে যাবো-
প্রকৃতি মরে যায় না কখনো, মানুষ মরে যায়।
তোমরা মরে যাচ্ছো, বেঁচে ওঠো বেঁচে ওঠো।
তারপর চলে যাবো নদীর কাছে, মেঘনার পাড় ঘেষে কোন এক
বনে,
এক কুঠুরির ভেতর-সমস্ত জীবন নিয়ে।
আমায় তোমরা সমাধী দিয়ো মেঘনার নদীর পাড়ে।

জাহাজ বন্দর ছেড়ে গেছে

সমস্ত মলিন দেশ, মলিনতর হয়ে ওঠে।
পাখি উড়ে চলে বায়ুর কাছাকাছি;
এবং, জল-ক্রমশ চলে প্রকৃত জলাশয়ের নিকটে।
মানুষের কাছাকাছি আসে না কখনোই রোদ।
কী ভীষণ অবহেলার মতো তুচ্ছ মানবজীবন।
আকাশে ফুটে উঠে সোনালী মাউথঅর্গান।
এমন মলিনের পর তবুও, উজ্জলতর দেশ আছে আরো,
আফগানি গালিচায় সাজানো আরো কিছু আসবাব।
পৃথিবীর সমস্ত রুক্ষতার ‘পরে হয় প্রাণের সঞ্চার।
জাহাজ বন্দর ছেড়ে গেছে;
সেকেন্ড ক্লাস যাত্রীদের ভীড় ঠেলে-ধীর-পায়ে পা ফেলে উঠে যাই ছাদে।
কোনদিন করলে নোঙর- একদিন কোন একদিন আরো দূর বন্দরে,
সবুজ ঘাসের ওপর-বন্ধুকে শোনাবো বলে
একটা কবিতা লিখে রাখি বুকে।
জাহাজ বন্দর ছেড়ে গেছে;
লাইটহাউজ ঘিরে ক্রমশ বেরিয়ে আসছে এক নতুন জনপদ।

সুলতানা তৃষা

তৃষা, বিমূর্ত এইসব রাত্রি পেরিয়ে সাগরের আকাশে
পাখি উড়ে উড়ে দেখিয়ে যাবে জমিনের ঠাঁই।
তৃষা, বেঁচে থেকো না অন্য কারো হেমন্তের জন্য-
যেমন ইউক্যালিপটাস বাঁচে মাটির ভেতর।
নাবিকের মতো এসো, দেখে নাও নিজের দিক।
হৃদয়ে মৃত নদী বয়ে বয়ে,
একদিন মানুষের কাছে অবশিষ্ট থাকবে না কিছুই।
যেমন ভালোবাসার পর আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।
একটা নদী বুকে নিয়ে বাঁচো তৃষা, হৃদয়ে চোখ নামিয়ে দেখো
মেঘনার ঢেউ।

আত্মপরিচয়

সাতাশ বছরের মধ্যবয়েসী যুবক।
পেশায় বেকার, একজন কবি।

আত্মহত্যাঃ এক জলজ পুরাণ

আমাকে ছেড়ে যাবার পর, অনেক দূর হেঁটে গেছে সময়।
আমি দাঁড়িয়ে আছি মাঝরাস্তায়, ছুটির ঘণ্টার মতো স্থির।
আমার দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি, ক্রুশবিদ্ধ যিশুর যন্ত্রণা মুখে নিয়ে
তাকিয়ে আছেন।
যদিও যিশুর যন্ত্রণা একান্তই তার নিজস্ব, আমার আসবেনি কখনো
পূণরাবির্ভাবের ডাক।
অপলক আগুনের দিকে চেয়ে থাকি, পোকারা আসতে থাকে
অবিরাম।
ধর্মগুরুদের চোখে কখনোই কোনদিন জীবনকে দেখতে পারিনি
বলে, বার বার পিছিয়েছি আত্মহত্যার তারিখ।
আত্মহত্যা মূলত এক প্রকার মাছ, ক্রমশ ভাসমান এক জলজ পুরাণ।